২১) গুপ্তযুগের বাণিজ্য সম্পর্কে যা জানো লেখ,

→ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে গুপ্ত আমলে অর্থনীতির দিক থেকে যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। অর্থনৈতিক এই সমৃদ্ধির পিছনে কৃষি, শিল্প ছাড়াও বাণিজ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লাভ করেছিল। বিভিন্ন সমকালীন গ্রন্থ থেকে জানা যায় গুপ্তযুগে স্থল ও জল উভয় পথেই আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বাণিজ্য চলত। গুপ্তশাসকদের দক্ষতার কারণে ৪৬৭ সাল পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে আভ্যন্তরীন শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকার দরুণ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম'-এ এই বাণিজ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। 'মালবিকাগ্নিমিত্র'-এ মালবহনের কাজে সাধারণত ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার আবার কখানো কখানো হাতিদের কাজে লাগানো হত বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড় এই সময় বাণিজ্যের যথেষ্ট কদর ছিল এবং বাণিজ্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে জানা যায়।

গুপ্তযুগে অন্তর বাণিজ্য বিভিন্ন শহরের মধ্যে চলত। তাছাড়া গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, গোদাবরী নদীগুলির মাধ্যমেও বাণিজ্য চলত। সমকালীন বিভিন্ন লেখ 'শ্রেষ্ঠী' ও 'সার্থবাহ' প্রভৃতি নামক বণিকদের কথা জানা যায়, সাধারণত এরা ছিলেন ধনী ও প্রভাবশালী বণিক গোষ্ঠী। তারা আভ্যন্তরীন বাণিজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতেন। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মাধ্যমে যেসব জিনিস ভারতের সর্বত্র চালান হত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মালাবার উপকূলের মরিচ, দক্ষিণ ভারতের চন্দন কাঠ, ও প্রবাল তাছাড়া বিভিন্ন রকমের কড়ি অন্তর বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

বহিঃবাণিজ্য

গুপ্তযুগে বিভিন্ন দেশের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মূলত দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ভারত-রোমের সমৃদ্ধশালী বাণিজ্য বর্বর গোথির আক্রমণের ফলে এবং রোমের রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্যে যদিও ভালোভাবে হয়নি তবুও গুপ্তযুগে ভারত-রোম বাণিজ্যিক সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়নি। ৪০৪ খ্রিস্টাব্দে গথ দলপতি এলারিক সসৈন্যে রোমের উপকণ্ঠে পৌঁছিত হয়েছিলেন। ৩০০০ পাউন্ড মরিচ ও ৪০০০ রেশম বস্ত্র ভারত থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। পতনোন্মুখ রোমান সাম্রাজ্যে তখনো ভারতীয় পণ্য সামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা ছিল। বাইজানটাইন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর পূর্ব

ইউরোপের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে পশম, লোহা, সুতিবস্ত্র, হীরা, মুক্তা, মণি, স্ফটিক, রত্ন, রেশম বস্ত্র প্রভৃতি গুপ্ত সাম্রাজ্যের থেকে রপ্তানি হত।

গুপ্ত আমলে পারস্যের সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। 537-47 খ্রিস্টাব্দে লেখা 'ক্রিস্টিয়ানাটোপোগ্রাফি' গ্রন্থ থেকে জানা যায় তৎকালীন সিন্ধু, গুজরাট, মালাবার প্রভৃতি বন্দরে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। গুপ্তযুগে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চলত। শ্রীলঙ্কা থেকে রূপা, উৎকৃষ্ট শ্রেণির মুক্তা ও বস্ত্র ভারতে আমদানি করা হত। তাছাড়া চিন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলির সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। চিনের সঙ্গে স্থল ও জল উভয় পথে বাণিজ্য চলত। মূলত রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ছিল মশলা, চন্দন কাঠ, সুগন্ধীদ্রব্য প্রভৃতি এবং চীন থেকে প্রচুর পরিমাণে রেশম ভারতে আমদানি করা হত।

এইভাবে দেখা যায় গুপ্তযুগে ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের একটি সমৃদ্ধশালী বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। তবে পরবর্তী গুপ্তযুগে রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য এই বাণিজ্য অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছিল।